



70507 - প্রচণ্ড শীতের দিনে ফরজ গোসলের পরবির্তে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: প্রচণ্ড শীতের দিনে গোসল ফরজ হলে আমি কি তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারি? উল্লেখ্য, যে সরঞ্জামাদি থাকলে আমি অবলিম্ববে পবতির হতে পারি সেগুলো আমার কাছে নেই। তাছাড়া আমি ঠাণ্ডাজনতি রোগে আক্রান্ত; আমার পিঠি রোগগ্রস্ত, আমাকে সাংঘাতিক কষ্ট দিচ্ছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে সে ব্যক্তি নামায পড়তে চাইলে তার উপর ফরয হচ্ছে- পানি দিয়ে গোসল করে নেয়া। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বানী: “আর তোমরা জুনুবী (অপবিত্র) হলে প্রকৃষ্টভাবে পবতিরতা অর্জন করবে।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] তাই কটে যদি পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়- পানি না থাকার কারণে কিংবা পানি থাকলেও এর ব্যবহারে রোগেরে কষ্ট হতে পারে কিংবা তীব্র ঠাণ্ডার কারণে (তার কাছে পানি গরম করার মত কিছু না থাকলে); তাহলে সে ব্যক্তি পানি দিয়ে গোসল করার পরবির্তে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে পারেন। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহর বানী: “আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কটে মলত্যাগ করে আসে বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি পাও তবে পবতির মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] এ আয়াতে দলিল রয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহার করার ফলে যদি তার মৃত্যু ঘটা, কিংবা রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা আরোগ্য লাভ বলিম্ব হওয়ার আশংকা থাকে সেক্ষেত্রে তিনি তায়াম্মুম করবেন। আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] আল্লাহ তাআলা এ বধিান প্রদান করার গূঢ় রহস্যও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “আল্লাহ তোমাদের উপর কোন কাঠিন্য রাখতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবতির করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নয়োমত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

আমর বনি আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ‘যাতুস সালাসলি’ এর অভিযানে এক ঠাণ্ডার রাতেরে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গলে। আমি আশংকা করলাম, আমি যদি গোসল করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করলাম। এরপর আমার সাথীদেরকে নিয়ে ফজরেরে নামায আদায় করলাম। আমার সাথীরা বিষয়টী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন: হে আমর! তুমি কি জুনুবী (গোসল ফরজ হওয়া) অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে নামায পড়ছে? তখন আমি তাঁকে জানলাম কি কারণে আমি গোসল করিনি এবং আমি আরও বললাম: আমি শুনছি আল্লাহ বলেন: ‘তোমরা



নজিদেবেরকে হত্যা করো না। নশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়ালু' [সূরা নসিা, আয়াত: ২৯] তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হসে দলিনে, কোনে কছি বললনে না। [সুনানে আবু দাউদ (৩৩৪), আলবানী 'সহহি সুনানে আবু দাউদ' গরন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

হাফযে ইবনে হাজার বলেন: এ হাদিসে দললি রয়েছে যে, পানি ব্যবহার করলে যে ব্যক্তি মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে; সেটো ঠাণ্ডার কারণে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে হোক- তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়যে। তায়াম্মুমকারীর জন্য ওজুকরীদের ইমাম হওয়াও জায়যে। [ফাতহুল বারী (১/৪৫৪)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

যদি আপনার পক্ষে গরম পানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় কিংবা আপনি গরম করতে পারেন কিংবা প্রতিবেশি বা অন্য কারো থেকে কনিতে নতিতে পারেন তাহলে সেটো করা আপনার উপর আবশ্যকীয়। কনেনা আল্লাহ্ বলেন: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর।” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে পানি কোনো বা গরম করা কিংবা অন্য যত্নে শরয়িতেরে বধিান মতোভাবে ওজু করা যায় সেটো করা। যদি আপনি অপারগ হন এবং ঠাণ্ডা অতি তীব্র হয়, পানি ব্যবহারে বপিদ ঘটর আশংকা থাকে, পানি গরম করা বা আশপাশে কারো থেকে গরম পানি কোনোর কোন উপায় না থাকে সক্ষেত্রে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য এবং তায়াম্মুম করাই আপনার জন্য যথেষ্ট। যহেতে আল্লাহ্ বলছেন: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর” এবং তিনি আরও বলছেন: “পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে: তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

যে ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অক্ষম সে ব্যক্তির হুকুম যে ব্যক্তি পানি পায়নি তার হুকুমেরে অনুরূপ। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১০/১৯৯-২০০)]

আপনি আপনার শরীরেরে যতটুকু ধৌত করতে পারেন ততটুকু ধৌত করা আপনার উপর আবশ্যকীয়। যমেন- হাতদ্বয়, পাদদ্বয় ইত্যাদি ধৌত করা; যদি এতে আপনার কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে। এরপর আপনি তায়াম্মুম করবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া করছি। আপনি যেরোগে আক্রান্ত হয়েছেন সে রোগ যেন আপনার গুনাহমুক্তির কারণ হয় এবং আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয় সে দোয়া করছি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।